MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
মার্চ-এপ্রিল ২০২১
দাম : দশ টাকা

## শোষণের দুর্গ যত শক্তিশালীই হোক

# সংগ্রামের আঘাতে তার পতন হবেই

### সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় পাঠচক্রে কমরেড খালেকুজ্জামান

২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি '২১ দুদিনব্যাপী সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ও কর্মীসভা টিএসসি মুনির চৌধুরী সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি আল কাদেরী জয়ের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন প্রিন্সের পরিচালনায় পাঠচক্রে বক্তব্য রাখেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন ও ছাত্র ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ। পাঠচক্রে কমরেড খালেকুজ্জামানের ওয়েবিনারে প্রদত্ত বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ও কর্মীসভার সভাপতি, পার্টি নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সাংগঠনিক এলাকা থেকে আগত কমরেডগণ, সামনাসামনি উপস্থিত হতে না পারলেও ভার্চুয়াল যোগাযোগের কল্যাণে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনারা আপনাদের নির্ধারিত সূচির উপর আলোচনা করছেন ও নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে শুনেছেন। আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্ন আলোচনায় স্থান পেয়েছে। বেশির ভাগই আমাদের পার্টি ও ছাত্র ফ্রন্টের বিভিন্ন প্রকাশনায় উত্তর রয়েছে। বাদবাকি বিষয় আমাদের নেতৃবৃন্দ আলোচনা করবেন। তাই প্রশ্ন ধরে আলোচনায় সময় না নিয়ে আমি সাধারণভাবে কিছু কথা বলবো। অনেক নতুন সাথী যুক্ত হয়েছেন, তারা সংগঠনের প্রাণশক্তি ও সজীবতা বাড়িয়েছেন। তাদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা শিক্ষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্র প্রশাসন ব্যবস্থা, মার্কসবাদী দর্শন বিষয়ে তত্ত্বগত পাঠ নিচ্ছেন, উপলব্ধিতে আনছেন, তেমনি অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে গিয়ে রাজপথের সংগ্রামী পাঠও নিয়েছেন। তা করতে গিয়ে নারী কমরেডসহ অনেক কমরেড আহত হয়েছেন, প্রগতিশীল আন্দোলনের কিছু নেতা-কর্মী গ্রেফতার হয়েছেন। পুলিশি হামলায় রাজপথে রক্ত ঝরেছে। আমরা জানি সংগ্রামে ঝরা রক্ত অসংখ্য রক্তবীজের জন্ম দেয় যা কালক্রমে অপ্রতিরোধ্য শক্তি হয়ে শাসন শোষণের দুর্গে আঘাত হানে, আঘাতে আঘাতে তার পতন ঘটায়। আজকের দিনে যৌথতার শক্তিতে বিপ্লবী সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় সে পরিণতি ফল অর্জন সম্ভব। বিপ্লবী গণসংগ্রাম সমাজের বৈপ্লবিক বাস্তবতার সন্ধান দেয়, শত্রু-মিত্র চিনতে সহায়তা করে। সেই সংগ্রামী কাফেলায় আপনারা অগ্রপথিক হিসাবে এগিয়ে যাবেন আশা করি।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

এখন ২০২১ সাল। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর অর্থাৎ অর্ধশতাব্দী পার হচ্ছে। কী ছিল এ সংগ্রামী জাতি ও জনগণের প্রত্যাশা? আর কী এখন তাদের আমাদের সকলের প্রাপ্তির হিসাব! যদিও শ্রেণি নির্বিশেষে সবার হিসাব একই অঙ্কে মিলানো যাবে না। কারণ স্বাধীনতাপূর্বকালে ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে উঠতি বাঙালি ধনিক বুর্জোয়া শ্রেণির সাথে আপামর শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের হিসাবের পার্থক্য ছিল। উভয়শ্রেণি স্বাধীনতা চেয়েছিল–এখানে ছিল মিল। আর শোষিত জনগণের সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সাথে স্বাধীন দেশে নব্য পুঁজিপতি শ্রেণির দখল, কর্তৃত্ব ও লুটের রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ছিল অমিল বা গরমিল। স্বাধীনতার রাজনৈতিক স্টিয়ারিং ছিল বুর্জোয়াশ্রেণি ও তাদের দলের হাতে। ফলে গন্তব্যের ঠিকানায় ৮ ভাগ মানুষের হাতে জমেছে অঢেল সম্পদ আর বিলাস, অন্যদিকে ৯২ ভাগ মানুষের জীবনে ক্রমাগত নেমে এসেছে অধিকার হারানোর চতুর্মুখী সর্বনাশ। তারই মর্মান্তিক উপসর্গ আমরা দেখছি পরিবারে, সমাজে-রাষ্ট্রে সর্বত্র। সাম্য, সমতার নীতি বর্জন করে চলছে রাজনীতি, শোষণ-দুর্নীতি আর বৈষম্যকে সীমাহীন মাত্রায় নিয়ে চলছে অর্থনীতি, আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদকে চরমে জাগিয়ে চলছে অপসংস্কৃতির সংস্কৃতি। তিন ধারার ত্রিমুখী আক্রমণে ও ব্যবচ্ছেদে শিক্ষা কাঠামোকে ক্ষতবিক্ষত করে চলছে শিক্ষাব্যবস্থা। বাণিজ্যিক পণ্যের মতো এর কেনাবেচা চলছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর পুঁজিবাদী শ্রেণির স্বার্থ সুবিধার সীমানার মধ্যে শিক্ষাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে সাজানো হচ্ছে। ফলে সমাজের নানা অসঙ্গতির উৎস কী, ধনী-দরিদ্র সৃষ্টি হওয়ার কার্যকারণ সম্পর্ক কী? সমাজ বিকাশের ধারায় ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি কেমন করে কোথায় যাবে? এসব বুঝার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারধারাকে শিক্ষা থেকে অনুপস্থিত রাখা হচ্ছে অথবা নানা বিভ্রান্তির পাঁকে ফেলা হচ্ছে। প্রকৃত ইতিহাস চেতনা হারিয়ে যাচ্ছে শাসকদের বানানো ইতিহাসের বাহুল্যে ও প্রসারে। আমজনতার স্বাস্থ্যসেবা

বাস্তবে বিত্তবানশ্রেণির সেবায় পরিণত হয়েছে। করোনা দুর্যোগ তা পরিষ্কারভাবে দেখতে সহায়তা করেছে। দরিদ্র মানুষ রোগে মরার আগে আর্থিকভাবে মরে, আপন পরিজনদের সহায় সমম্বলহীন করে যায়। ধনীদের জন্য চিত্র ভিন্ন। করোনাকালের আটকাপড়া দশা বাদ দিলে বিত্তবানরা সাধারণত স্বাস্থ্য উদ্ধারে বিদেশে পাড়ি জমায়।

কমরেডস, বিশ্ব জুড়েই পুঁজিবাদ যে আজ চরম সংকট সীমায় উপনীত হয়েছে তার বিকৃত চেহারা যতোটা খালি চোখে দেখা যায়, ততোটা তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, ঐতিহাসিক ও শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতায় ধরা পড়ে না। এর জন্য সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের শিক্ষা ও শোষিত মানুষের পক্ষে তাদের সাথে লড়াই সংগ্রামের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। তা না হলে ভালো পুঁজিবাদ, খারাপ পুঁজিবাদ; ভালো পুঁজিপতি, খারাপ পুঁজিপতি খোঁজা হবে, অনেকেই তা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কখনও কখনও তারা সান্তনা লাভ করছেন কিন্তু সংকটের সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না। বুর্জোয়া শাসন সংকট সর্বত্রই সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। বিশ্ব পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন মুল্লুক থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত সাদৃশ্য বিদ্যমান যদিও ঐতিহ্যগত ও মাত্রাগত পার্থক্য অনেক। কমরেড লেনিন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, কয়েক বছর পর পর বুর্জোয়াশ্রেণির কোন অংশ জনগণের উপর শাসন শোষণ চালাবে নানা কায়দায় জনগণের কাছ থেকে সে অনুমোদন লাভ করাই তাদের গণতন্ত্র। আজ ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত অর্থে ততটুকুও তারা রক্ষা করতে পারছে না। বাংলাদেশে তো দিনের ভোট রাতে সেরে নেয়ার নজিরও স্থাপিত হয়েছে। জনগণের জন্য, জনগণের স্বার্থে, জনগণের দ্বারা (of the people, for the people, by the people) গণতন্ত্রের এই বাণী বলা আব্রাহাম লিংকনের দেশ বিশ্বের সেরা ধনী রাষ্ট্র খোদ আমেরিকাতেই আমরা ৯৯ ভাগ গরিব বনাম ১ ভাগ ধনীর ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন দেখেছি। সেই আন্দোলন ও সাম্প্রতিক সময়ের বর্ণবাদ বিরোধী ব্লাক লাইভস মেটার এর বিশাল গণআন্দোলন যে কতো তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবহ ছিল তা গত নির্বাচনে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রাজধানী ক্ষমতাকেন্দ্র দখলের সহিংস অভিযান থেকে অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। পুঁজিবাদ তার উত্থানেরকালে মানব সভ্যতা বিকাশে অনেক অর্জন অবদান রাখা সত্ত্বেও আজ কেন একে একে সেগুলো বিসর্জনে যাচ্ছে, তা বুঝতে হলে, জানতে হলে, মার্কসবাদী বিজ্ঞানের শিক্ষা ও তার আলোকে শোষিত শ্রেণির শোষণমুক্তির সংগ্রামের বিকল্প নেই, একথাটা মনে রাখবেন। এখন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা যতো দীর্ঘস্থায়ী হবে, মানব সভ্যতা ততোই বিপন্ন দশায় পতিত হবে। ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, প্যালেস্টাইনের দগদগে ঘা প্রতিমুহূর্তে তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে ততোদিন যুদ্ধের বিপদ থাকবে–কমরেড লেনিনের এই সতর্কবাণী স্পষ্ট রূপেই প্রতীয়মান হচ্ছে। পুঁজিবাদের স্থায়িত্বে শোষক লুটেরা শ্রেণির বিত্ত বৈভবের জৌলুস একদিকে বাড়তে থাকবে অন্যদিকে শোষিত শ্রমজীবী মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের ঘানি টানতে থাকবে। একটা আশার আলো জ্বললে নিরাশায় দশটা প্রদীপ নিভে যাবে।

এখন বাংলাদেশে ধনীদের উন্নয়নকে দেশের উন্নয়ন দেখাতে গিয়ে লুণ্ঠন ও দুর্নীতিকে দেশময় বিস্তৃত করা হয়েছে। ফলে রাজনীতি হয়েছে দুর্বৃত্তায়িত আর রাজনৈতিক ক্ষমতা স্তরে স্তরে দুর্বৃত্তদের হাতে চলে গিয়েছে, ব্যতিক্রম সামান্য। এটা করতে গিয়ে আইন, বিচার, শাসন, প্রশাসন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান সবকিছুকে জনস্বার্থের প্রশ্নে ভঙ্গুর ও অকার্যকর করে ফেলা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বন্দি লেখক মুশতাক আহমদকে নিরাপদ কারাগারে জীবন দিতে হয়েছে। তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আপনাদের লাঠিপেটা খেয়ে আহত হতে হয়েছে। জনগণ ক্ষমতার মালিক এই কথা শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের ভাষণে শুনে ও নানা জায়গায় সাইবোর্ডে ও কেতাবে লেখা দেখে এখন জনগণই জনগণ খুঁজে বেড়াচ্ছে। নেতা নেত্রীদের বন্দনা গীতের সাথে উন্নয়ন বাজনার ডামাডোলে সাধারণ মানুষের দীর্ঘশ্বাস, ক্রন্দন ও হাহাকার ধ্বনি চাপা পড়ে যাচ্ছে। এ সময়কালে অসংখ্য প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কবলে পতিত হয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক ও দিন এনে দিন খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ কোনভাবে জীবনহীন জীবন টেনে চলেছেন। ৭০ ভাগ মানুষ কমতি আয় ও বেকারত্বে দিশেহারা। কৃষক তার আবাদী পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে নিষ্ফল আহাজারিতে ক্লান্ত। প্রবাসী শ্রমিকেরা বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার ভারী করে বিদেশে মানবেতর জীবনের ভারী বোঝা টেনে চলেছেন, কিংবা কাজ হারিয়ে শূন্য হাতে অথবা লাশ হয়ে দেশে ফিরছেন। আর একদল লোক সেই টাকা লুট করে বিদেশে পাচার করে দ্বিতীয় বাড়ি, বেগমপাড়া ইত্যাদি করে বেড়াচ্ছেন। প্রতিদিন গুম-খুন, হত্যা, নারী ও শিশু ধর্ষণ-নির্যাতন, পারিবারিক নিপীড়ন, অনটনের দুঃসহতায়-কলহে পরিবারের সদস্যদের হত্যা-আত্মহত্যা, কর্মস্থলে-সড়কে নিত্য দুর্ঘটনাজনিত আহত-নিহতের ঘটনা, কিশোরদের গ্যাং হয়ে যাওয়ার বিস্তর কাহিনি, কালো আইনের থাবা, পুলিশি হামলা, বন্দুক যুদ্ধের নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসচালিত হত্যা, আইনি হেফাজতে নির্যাতন-মৃত্যু, মিথ্যা মামলা, সঠিক মামলারও বিচার কিংবা তদন্তে গাফিলতি, দীর্ঘসূত্রিতা, নদী-খাল-জলাভূমি-বন দখল-দূষণ, সরকারি কেনাকাটায় দশ টাকার জিনিস দুশো টাকায় কেনা, ১০০ টাকার উন্নয়ন কাজ থেকে ৬০ টাকা হাতিয়ে নেয়া, সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্ণধারদের স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির নানা ছবিসহ একটার পর একটা অনাকাঙ্ক্ষিত হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে চলেছে। শাসক দল আত্মশুদ্ধির চেয়েও ষড়যন্ত্র আবিষ্কারে ব্যস্ত। যে কোন ঘটনা বিচারে আভ্যন্তরীণ কারণই যে মুখ্য, এসত্য তারা মানতে চান না।

শিক্ষার বেহাল দশা এবং প্রতিকারের বিষয় নিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই আলোচনা করেছেন। এখন শিক্ষার সিঁড়ি যতো উপরে ওঠে ততো বেশি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। করোনাকালে ধনবৈষম্য যেমন বেড়েছে, শিক্ষা বৈষম্যও তেমন পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। এনালগে থাকা ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী কথিত ডিজিটাল শিক্ষার সাথে তাল মেলাতে পারেনি। বহু শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে গেছে। বহু নারী শিক্ষার্থী বাল্য বিবাহের বলি হয়েছে। আপনারা বিনামূল্যে অদম্য পাঠশালা খুলে কিছু ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করেছেন। সরকার এ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নিলে সারাদেশে অসংখ্য শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন রক্ষা পেত। তারপর যখন শিক্ষার্থীরা দেখছে হাটঘাট, কারখানা, বাজার, অফিস আদালত, যানবাহন,

বিনোদন কেন্দ্র সব খোলা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, তখন তারা বাধ্য হয়েই শিক্ষাজীবন বাঁচাতে রাস্তায় নেমেছে। কারণ শিক্ষা ও জীবন রক্ষার সত্যিকারের আন্তরিক সময়োচিত আয়োজন ও উপযোগী ব্যবস্থা শাসকদের নিতে দেখা যায়নি। তাদের তাৎক্ষণিকতা ও সমন্বয়হীনতা অনেক ক্ষতি করেছে। সাথে ছাত্র যুবকদের মিলিত শক্তির ভয়ও কাজ করে থাকতে পারে।

আজ জমাটবাধা অন্ধকারে দেশ ছেয়ে গেছে। কর্তৃত্ববাদী শাসন চরম ফ্যাসিবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সংঘাত, সহিংসতা বিস্তারে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির দিকে দেশ এগুচ্ছে। যুগে যুগে কালে কালে এমন পরিস্থিতিতে মানুষ ভরসা করে যৌবন ও তারুণ্যের শক্তির উপর। শাসক শ্রেণি এই শক্তিকে বিভক্ত ও দুর্বল করতে চায়, আত্মকেন্দ্রিক মোহগ্রস্ততায় আকৃষ্ট করতে কিংবা উদ্দেশ্যহীন বেপরোয়া পথে বিকৃত ধারায় প্রবাহিত করতে চায়। কারণ তারা জানে এরাই পারে অগ্নিমশাল জ্বেলে অন্ধকারের দুর্ভেদ্য দেয়াল ভেঙে আলোর পথ রচনা করতে। পারে শোষিত শ্রমজীবী শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের সাথে মিলে শোষণের দুর্গ বিদীর্ণ করতে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়-আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস এর থেকে ভিন্ন নয়। সমাজের প্রতি দায় ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে প্রাণী মানুষের জীবনের সাথে মনুষ্যত্ব যুক্ত হয় না, প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। শোষিত মানুষের প্রতি ভালোবাসার মন তেরি না হলে কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভালোবাসাই ভালোলাগার আসক্তি মুক্ত হয়ে উচ্চ হৃদয়বৃত্তির আলো ছড়াতে পারে না। ক্ষুদ্র জীবন গণ্ডির সীমা অতিক্রম করতে পারে না। নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনা যে তারুণ্য অনুভব করে না, মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি দায় যে স্বীকার করে না, অন্যায় অত্যাচারের সামনে প্রজ্ঞায় শৌর্যে মোকাবিলার সাহস যারা রাখে না, তারা অতীত সংগ্রামের গৌরবমণ্ডিত উত্তরাধিকার বহন করে ধারন করে চলতে পারে না। এ সংগ্রাম এড়িয়ে যৌবন তারুণ্যের শক্তিকে ভোগবাদী বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। আজ যখন চারিদিকে হাহাকার রব যে, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত আর স্বপ্নের ভবিষ্যত কোথায় হারিয়ে গেল, তখনই সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নেতাকর্মীদের এ দায় বর্তায়, কারণ আমরা অতীতের গৌরব ও ভবিষ্যতের সাম্য স্বপ্ন বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে বাসদের পতাকাতলে দাঁড়িয়েছি। এ আকুতি শুধু কামনা বাসনায় পূরণ হবে না। হবে মার্কসবাদী জ্ঞানে-ধ্যানে সংগ্রামী সাধনায়। ছাত্র ফ্রন্ট অতীত গৌরব ও ভবিষ্যত স্বপ্ন পূরণের শক্তি নিয়ে দাঁড়াবে এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশায় শেষ করছি।

জয় সমাজতন্ত্র, জয় ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতার জয়।